অভিমত

নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স : কিছু কথা

রওনক ফেরদৌস

আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক পর্যায়ে বেশ কিছু নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হচ্ছে বা খোলা হয়েছে। এ সকল নতুন বিষয়ের নামসমূহ অচেনা ও অজানা ছিল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের আওতা বৃদ্ধি পেয়ে তাতে সংযুক্ত হয়েছে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, লোকপ্রশাসন, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। একই কথা বলা যেতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য অনুষদের ক্ষেত্রে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক পর্যায়ে নতুন বিষয়ে ঢালাওভাবে অনার্স কোর্স চালু করা কতোটুকু যৌক্তিক? দ্বিতীয়ত, এ সকল নতুন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের জন্য পেশাগত বা চাকরির ক্ষেত্র তৈরি না করে এ বিভাগ খোলা কতোটুকু যৌক্তিক?

বর্তমান বাস্তবতায় শ্রমবাজারে এ জাতীয় নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও তারা কতোটুকু সেই চাহিদাকে পূরণ করছে সেটা ভাবা হচ্ছে না। বেশির ভাগই নিদারুণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে। এক অর্থে আবার সুখকর বিষয় হচ্ছে, স্নাতক পর্যায়ে নতুন কোনো বিষয়ে অনার্স পড়তে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। এসব নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা শিক্ষাজীবন শেষ করার পর নিদারুণ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায়। তার শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে যে চাকরি সে লাভ করতে চায়, সেই সুযোগটা না থাকার কারণে সে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে সনাতন বিষয়গুলো— রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, বাংলা, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃততে ডিগ্রিধারীদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ততোটা বঞ্চনার শিকার হতে হয় না। কেননা এগুলো বিষয়ের ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে আমাদের সরকারি কলেজগুলোতে। যে কারণে তারা বিসিএস (শিক্ষা)-এর মাধ্যমে সরকারি কলেজগুলোতে প্রভাষক পদে চাকরির নিশ্চয়তা যেমনটি পায় তেমনিভাবে বিসিএস (সাধারণ)-এর মাধ্যমে প্রশাসনিক পদে যাওয়ার সুযোগ থাকে। বিসিএস পরীক্ষার দুটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়া সনাতন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের জন্য রয়েছে দেশের অগণিত বেসরকারি কলেজগুলোতে চাকরিপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। তারপর রয়ে গেছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরির সুযোগ। অর্জিত শিক্ষার উপযোগিতা থাকার কারণে সনাতন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের জন্য চাকরিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানান ক্ষেত্রসমূহ রয়ে গেছে।

বিপরীতে আমরা দেখছি নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের চাকরির ক্ষেত্রটি অনেকাংশেই সংকুচিত। যেমন প্রতিবছর দেশের তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করছে। যেহেতু বাংলাদেশের সরকারি/বেসরকারি কলেজগুলোতে বিষয়টি পড়ানো হয় না তাই সেখানে শিক্ষকতারও সুযোগ নেই। তারা যদি সরকারি চাকরি লাভ করতে চায়, সেক্ষেত্রে বিসিএস (সাধারণ) শাখায় পরীক্ষা দিতে হয়। সেখানে তাদের প্রতিযোগী হয় বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে-ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কিংবা তথ্য মন্ত্রণালয়ের পদগুলোতে তাদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষিত থাকে না। আবার বেসরকারি, আধাসরকারি, এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোয় জনসংযোগ কর্মক্রমে কিংবা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারও দেওয়া হয় না। সরকারি তথ্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন ইতিহাস কিংবা অঙ্কে ডিগ্রিধারী ব্যক্তি কর্মকর্তা বনে যান। একজন পশু ডাক্তার পশু ডাক্তারি বাদ দিয়ে সহকারী কমিশনার পদে যোগদান করেন কিংবা লোক প্রশাসনে ডিগ্রিধারী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার হন। বিচিত্র এই দেশ। নতুন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকছে নানান দিক থেকে।

নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারী অর্থাৎ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, লোক প্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তাদের পেশাগত নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা যেতে পারে।

১. যেহেতু নিত্যনতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হচ্ছে, তাই দেশের যে সকল কলেজে অনার্স কোর্সে পড়াশোনা হয় সেই কলেজগুলোতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে এই নতুন বিষয়গুলো পড়ানোর সুযোগ করা। যার ফলে এসব বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় প্রত্যেকটা নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করা। যেমন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ডিগ্রিধারীদের, তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় ডিগ্রিধারীদের, স্থানীয় প্রশাসনের জন্য লোক প্রশাসনের ডিগ্রিধারীদের কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য ফলিত বিজ্ঞানে ডিগ্রিধারীদের একটা কোটা বরাদ্দ রাখা। কেননা নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা বরাদ্দ থাকলে সেই ডিগ্রিধারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে এবং তাদের মধ্য থেকে যোগ্য, মেধাবী কর্মী বেরিয়ে আসতে বাধ্য।

৩. আধাসরকারি, বেসরকারি কিংবা এনজিওগুলোকে তাদের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। কেননা এ সকল বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা অনেক বেশি সফল হতে পারবে যদি তাদের অর্জিত শিক্ষাটাকে যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করা যায়। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ডিগ্রিধারীদের সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়োগে অগ্রাধিকার দিতে পারে।

বাস্তবতার আলোকে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নীতি প্রণেতারা যেন দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলার সুবিধা-অসুবিধাগুলো গভীরভাবে খতিয়ে দেখেন— এটাই কাম্য। তা না হলে এই তরুণরা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হবে।

মোঃ রওনক ফেরদৌস : শিক্ষার্থী।

বর্তমান বাস্তবতায় শ্রমবাজারে এ জাতীয় নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও তারা কতোটুকু সেই চাহিদাকে পূরণ করছে সেটা ভাবা হচ্ছে না। বেশির ভাগই নিদারুণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে। ... এসব নতুন বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা শিক্ষাজীবন শেষ করার পর নিদারুণ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায়। তার শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে যে চাকরি সে লাভ করতে চায়, সেই সুযোগটা না থাকার কারণে সে বঞ্চিত হয়।